সমকাল

তারিখ 01. JUL. 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

খুলনায় এক কলেজে আসন ৩০০ তালিকায় ৬০০

■ হাসান হিমালয়, *খুলনা ব্যুরো*

খুলনার পাবলিক কলেজে একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগে আসন আছে ৩০০টি। নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষের কারণে এবারও ৩০০ জনের ভর্তির তালিকা পাঠাতে আবেদন করেছিল কলেজটি। তবে বোর্ড থেকে অনলাইনে 'স্মার্ট অ্যাডমিশন সিস্টেমে' পাঠানো হয়েছে ৬০০ জনের তালিকা। কলেজ কর্তৃপক্ষ সোমবার সারাদিন এ নিয়ে 'দৌড়ঝাঁপ' করেছে; কিন্তু কাজ হয়নি। এখন ৩০০ জনের জনবল ও শ্রেণীকক্ষ নিয়ে কীভাবে ৬০০ জনকে পড়ানো হবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় কলেজটির শিক্ষকরা।

খুলনার মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগে আসন রয়েছে ১৫০টি করে। কিন্তু তারা তালিকা পেয়েছে বাণিজ্য বিভাগে ৮৩ এবং মানবিকে ৫০ জনের। একই সমস্যা ঘটেছে খুলনার সরকারি পাইওনিয়ার কলেজে। অন্যান্য প্রায় সব কলেজের একই অবস্থা। বিপরীত চিত্রও আছে কয়েকটি কলেজে।

পাবলিক কলেজ থেকে জানা গেছে, মাধ্যমিকে এবার যশোর বোর্ডে চতুর্থ স্থান করেছে এই কলেজ। খুলনা জেলায় এর অবস্থান দ্বিতীয়। একাদশ শ্রেণীতে কলেজটিতে আসন রয়েছে বিজ্ঞান বিভাগে ৩০০, বাণিজ্য বিভাগে ২৪০ এবং মানবিক বিভাগে ৩৭টি।

কলেজের অধ্যক্ষ লে. কর্নেল কাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদ সমকালকে জানান, সোমবার দুপুরের পর ভর্তির তালিকা হাতে পেয়েছেন। বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগের তালিকা ঠিক থাকলেও বিজ্ঞান

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

খুলনায় এক কলেজে আসন ৩০০

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

বিভাগে ৩০০ জনের তালিকা বেশি পাঠানো হয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫-এর নিচে ভর্তির সুযোগ নেই; কিন্তু তালিকার অর্ধেক জিপিএ ৫-এর নিচে। সোমবার ভর্তি বন্ধ রেখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন অধ্যক্ষ। তারা ৬০০ জনকেই ভর্তি করতে বলেছেন।

অধ্যক্ষ জানান, সামগ্রিক বিষয় নিয়ে মঙ্গলবার সকালে একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি অধিবেশন ডাকা হয়। সেখানে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তির বিষয়টি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে সম্মত হয়েছেন সব শিক্ষক। কিছু খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা হবে। তবে কলেজের ধারাবাহিক সাফল্য কিছুটা হলেও বাধাগ্রস্ত হবে বলে মনে করেন তিনি।

সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কলেজে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সরকারি সিটি, সুন্দরবন ও কমার্স কলেজে আসন অনুযায়ী তালিকা সরবরাহ করা হয়েছে। তবে সরকারি পাইওনিয়ার গার্লস কলেজে বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগে

কলেজটিতে বাণিজ্য বিভাগ নেই।

পাইওনিয়ার গার্লস কলেজের উপাধ্যক্ষ ঝর্ণা হালদার সমকালকে জানান, তার কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ১৫০ এবং মানবিকে ৩০০ আসন রয়েছে। বিজ্ঞানে মাত্র ৭৬ এবং মানবিকে ১৪৩ জনের তালিকা পেয়েছেন। বোর্ডে বিষয়টি জানানো হলে তারা পরে বিষয়টি দেখবেন বলে জানান।

নগরীর নিচের সারির বেশিরভাগ কলেজেই চাহিদার অর্ধেক ছাত্র ভর্তির তালিকা পেয়েছে। এর মধ্যে খুলনা কলেজ থেকে ৪৫০ জনের তালিকা চাওয়া হলেও পাওয়া গেছে ১৩৯ জনের। মেট্রোপলিটন কলেজ, ইসলামিয়া, সোহরাওয়ার্দী কলেজেও আবেদনের চেয়ে কম শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

তবে উল্টো ঘটনা ঘটেছে নগরীর আহসানউল্লাহ কলেজে। সেখানে একাদশ শ্রেণীতে বর্তমান ছাত্র ২৭৫ জন। তারা পেয়েছে ৪২৬ জনের তালিকা। অবশ্য কলেজের অধ্যক্ষ শহিদুল হক মিন্টু সমকালকে বলেন, কলেজের শ্রেণীকক্ষ বাড়ানো হয়েছে। এজন্য এবার ৪৫০ জনের তালিকা চাওয়া হয়েছিল।

এ ব্যাপারে যশোর শিক্ষা বোর্ডের

সমকালকে বলেন, পাবলিক কলেজের দুই শিফট রয়েছে। দুই শিফটে চাহিদা ৩০০ জনের। এখানে ভুল করে ৬০০ হয়ে গেছে। এটা পরিবর্তনের সুযোগ নেই। তিনি বলেন, এখনও ৬২ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হতে বাকি আছে। ৬ জুলাই দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করা হবে। যেসব কলেজে শিক্ষার্থী কম দেওয়া হয়েছে। বাকিদের সেখানে দেওয়া হবে।